বিরোধ! আনিসুর রহমান

আজান, কোরান তেলাওয়াৎ, হামদ, নাথ এসবের মধ্যে সুর আছে কিন্তু কোনো যন্ত্রসঙ্গীত নেই। সিডনীতে মান্না দে'র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পূজা কমিটি। উদ্দেশ্য মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। সেই অনুষ্ঠানে বসে গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম এমন একটা অনুষ্ঠান কি মসজিদ নির্মানের জন্য অয়োজন করা সম্ভব? না। মসজিদে মিলাদ কিংবা জানাজা পড়া যায়, আলোচনা সভা করা যায় কিন্তু নাচ গান করা যায় না। আমাদের ধর্মের সাথে সংস্কৃতির কোথায় যেন একটা বিরোধ আছে।

কিন্তু সম্প্রতি ক্যানবেরায় একটা বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে গিয়ে মনে হলো এ বিরোধ মনে হয় আর বেশী দিন টিকবে না। একটু খুলেই বলি -

সম্প্রতি ক্যানবেরার বিশিষ্ঠ বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ডঃ আবেদ চৌধুরী এবং তার স্ত্রী টিউলিপ চৌধুরী বেশ ধুমধাম করেই উদযাপন করেছেন তাদের ২৫তম বিবাহ বার্ষিকী। ভেনু - ক্যানবেরা ইসলামিক সেন্টার। ক্যানবেরায় সবদেশের মুসলিমরা মিলে গড়ে তুলেছে এই বিশাল সেন্টার যার স্থপতি একজন বাংলাদেশী। জনাব শামসুল হুদা।

আমাদের আসতে বেশ দেড়ি হয়েছিল। তড়িঘড়ি করে ভেতরে ঢুকে হল ভর্তি মানুষ দেখে খুব অবাক হলাম। তবে মানুষ দেখে নয়, অবাক হয়েছি হল দেখে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি যে হলে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা আসলে নামাজের ঘর, অর্থাৎ একটা মসজিদ। কোনো ঘরে নামাজ পড়লেই তা মসজিদ হয়ে যায় না, তা আমি বুঝি কিন্তু পুরো কমপ্লেক্সের ভেতরে এই হল ঘরটি তৈরী করা হয়েছে কেবলা মুখি করে। সামনে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূতের দান করা কাঠের সুদৃশ্য মিম্বার, পাশে উনিশ শতকের ভারতবর্ষে হাতে লেখা কোরান শরিফ। চার পাশের দেয়ালে কোরানের আয়াত। এই ঘরের বামদিকে লাইব্রেরী এবং ডানদিকে বিশাল অত্যাধুনিক রান্নাঘর। এই হল ঘরটি ডিজাইনই করা হয়েছে এমন ভাবে যেন এটাকে নামাজ এবং ফাংসন উভয় কাজেই ব্যবহার করা যায়। হচ্ছেও তাই।

বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ যা যা হয় - গল্প, কথা, খাওয়া-দাওয়া, গান, কেক কাটা এবং শেষে নাচ, আমরা মসজিদের ভেতরে বসে এর সবই করলাম। আমাদের গান গেয়ে শোনাল ক্যানবেরার শিল্পী গোষ্ঠী - স্পন্দন, প্রিয়াঙ্কা ও অভিজিৎ দম্পতি এবং চৌধুরী দম্পতির ২৫ বছরের অর্জন, একমাত্র ছেলে সামি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন সিডনীর বিশিষ্ঠ কলামিষ্ট অজয় দাশগুপ্ত। এ ছাড়াও বেহালায় রবিন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজিয়ে শুনিয়েছেন লঙ্কা দ্বীপের অধিবাসি রঞ্জিত মাদুরা পেরুমা। বাঙ্গালী মহলে সুপরিচিত রঞ্জিত গর্ব করে বলে তার নামটি বাংলা। অনেক গবেষণার পর বোঝা গেছে মাদুরা পেরুমা কথাটির অর্থ মধুর প্রেম। অনেক খেয়াল করেও ধর্মের সাথে সংস্কৃতির কোনো বিরোধ কোথাও দেখতে পেলাম না।

আমাদের ধর্ম এবং আমাদের সংস্কৃতির এমন অপূর্ব মিলন আগে কখনো দেখিনি। আসলে, ধর্মকে যদি শিক্ষার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সংস্কৃতিকে তুলনা করতে হবে পোশাকের সাথে। মানুষের জন্য দুটোই প্রয়োজন। এই দুইয়ের ভারসাম্য নষ্ট হলেই সৃষ্টি হয় মৌলবাদ কিংবা অপসংস্কৃতি।

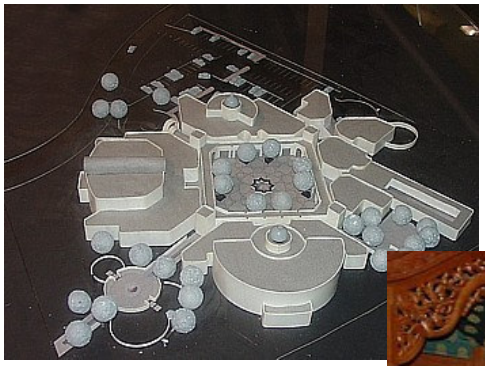

এই সেন্টার গড়ে তোলার পেছনে যারা মেধা, অর্থ এবং শ্রম বিনিয়োগ করেছেন তাদের স্বপ্ন সফল হোক।

< ক্যানবেরা ইসলামিক সেন্টারের মডেল

মিম্বার এবং মঞ্চের মাঝে দাড়িয়ে আছেন বাংলাদেশী স্থপতি জনাব শামসুল হুদা >